রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১২ মাঘ, ১৪১৩ / ২৫ জানুয়ারি, ২০০৭

এস, আর, ও নং ১৫-আইন/২০০৭।—জরুরী ক্ষমতা অধ্যাদেশ, ২০০৭ (অধ্যাদেশ নং-১/২০০৭) এর ধারা ৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা জরুরী ক্ষমতা বিধিমালা, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা ১২ জানুয়ারি ২০০৭, ২৯ পৌষ ১৪১৩ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী"** অর্থ পুলিশ বাহিনী, আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, আনসার বাহিনী, ব্যাটালিয়ন আনসার, বাংলাদেশ রাইফেলস, কোস্ট গার্ড বাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যগণ এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী;

(খ) **"দণ্ড"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন দণ্ড;

(গ) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

(ঘ) **"ফৌজদারী কার্যবিধি"** অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) ;

(ঙ) **"সরকার"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত আদেশের সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বা অধিক্ষেত্র Allocation of Business Among the different Ministries and Division (Schedule 1 of the Rules of Business, 1996) দ্বারা সরকারের যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্য-পরিধিভুক্ত করা হইয়াছে উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগ।

৩। **মিছিল, সভা-সমাবেশ, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—(১) রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার প্রয়োজনে দেশের সর্বত্র বা যে কোন স্থানে মিছিল, সভা-সমাবেশ বা বিক্ষোভ অনুষ্ঠান বা উহাতে অংশগ্রহণ, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে, উপ-বিধি (২) ও (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, নিষিদ্ধ থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা সরকারী আচার অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত কোন মিছিল, সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করা বা উহাতে অংশগ্রহণ করা যাইবে।

(৩) এই বিধির অধীন কোন মিছিল, সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করা বা উহাতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে কোনরূপ অস্পষ্টতা বা সংশয় থাকিলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মহানগর এলাকায় পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে কোন মিছিল, সভা-সমাবেশ বা অনুষ্ঠান করা বা উহাতে অংশগ্রহণ করা যাইবে।

(৪) কোন ব্যক্তি এই বিধির বিধান লংঘন করিলে, তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৪। **হরতাল, ধর্মঘট, লকআউট ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—(১) রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে বা সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক পণ্য সরবরাহ বা সেবাকার্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, দেশের সর্বত্র বা যে কোন স্থান, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা বন্দর বা কল-কারখানায় হরতাল, ঘেরাও, অবরোধ, ধর্মঘট, লকআউট ও ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম, জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে নিষিদ্ধ থাকিবে।

(২) রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্তে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, গণকর্মচারীদের রাজনীতি সম্পর্কিত কার্যক্রম ও সকল পেশাজীবী সংগঠনের তৎপরতা জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে নিষিদ্ধ থাকিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি এই বিধির উপ-বিধি (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে, তিনি অনধিক পাঁচ বৎসরের এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৫। **কতিপয় বিষয়ে সংবাদ, চিত্র, ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচার নিয়ন্ত্রণ।**—(১) সরকার, রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ-রক্ষার্থে বা জন-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, যে কোন সভা-সমাবেশ, মিছিল, অবরোধ, বিক্ষোভ, বক্তৃতা, বিবৃতি, ক্ষতিকর বা উত্তেজক কর্মকান্ড সম্পর্কিত কোন সংবাদ বা তথ্য; এবং সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কোন সংবাদ, সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, আর্টিকেল, ফিচার, ব্যঙ্গচিত্র, কার্টুন, টক-শো বা আলোচনা অনুষ্ঠান প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং ইন্টারনেটসহ, যে কোন প্রকার গণমাধ্যমে প্রচার, সম্প্রচার বা প্রকাশ করা বা উহাদের স্থির বা চলচ্চিত্র বা অনুরূপ কোন গণমাধ্যমে প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ বা শর্ত আরোপ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে দেশের সর্বত্র দেয়াল লিখন নিষিদ্ধ থাকিবে; এবং দেয়ালে লিখন অপসারণ করা স্ব-স্ব এলাকার স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১)-এ বর্ণিত যে কোন সংবাদ বা তথ্য যদি সরকারী আদেশ বা নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া প্রকাশ বা প্রচার করা হয়, তাহা হইলে প্রকাশিত বা প্রচারিত সংবাদ বা তথ্যের উৎস যথাঃ সংবাদপত্র, বই, পুস্তক, দলিল বা কাগজপত্র এবং উক্ত প্রকাশনার জন্য ব্যবহৃত ছাপাখানা বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যন্ত্রপাতি সরকার বাজেয়াপ্ত বা জব্দ করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৬। **রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, উস্কানিমূলক বক্তব্য, কার্যক্রম ইত্যাদি নিষিদ্ধ।**—(১) সরকার, রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ-রক্ষার্থে বা জন-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে প্রণীত এই বিধির মাধ্যমে, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন কর্তৃক রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া অথবা অন্য কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে সরকার বা উহার কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য, কার্যক্রমের উপর কোনরূপ বাধা প্রদান, সরকার বা সরকারের কার্যক্রম সম্পর্কিত কোন বিষয় বা কোন ব্যক্তিকে লইয়া কোন ধরণের ব্যঙ্গ চিত্র অংকন, কার্টুন মুদ্রণ ও প্রচার ও প্রদর্শন এবং যে কোন ধরণের কুশপুত্তলিকা প্রস্তুতকরণ ও কুশপুত্তলিকা দাহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করিল।

(২) কোন ব্যক্তি এই বিধির বিধান লংঘন করিলে, তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৭। **তথ্য, ইত্যাদি পাওয়া।**—(১) রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে কোন তথ্য বা বস্তু সংগ্রহ বা পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনে সরকার আদেশ দ্বারা, যে ব্যক্তির নিকট উক্ত তথ্য বা বস্তু রহিয়াছে সেই ব্যক্তিকে আদেশে নির্ধারিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট উহা সরবরাহ বা সমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই বিধির অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন তথ্য বা বস্তু সরবরাহ বা সমর্পণ না করেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হইবেন।

৮। **বিধিমালা লংঘনের চেষ্টা, ইত্যাদি।**—(১) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার কোন বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘনের চেষ্টা করিলে বা লংঘনে সহায়তা করিলে বা প্ররোচনা প্রদান করিলে, তিনি উক্ত বিধান বা আদেশ লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই বিধির বিধান লংঘন করিলে, তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর এবং অন্যূন দুই বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে এবং তদুপরি অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইবেন।

৯। **সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ইত্যাদির অপরাধ।**—এই বিধিমালার কোন বিধান বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘনকারী ব্যক্তি যদি কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা ফার্ম হয়, তাহা হইলে উহার পরিচালক, মালিক, অংশীদার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা এজেন্ট উক্ত বিধিমালা বা আদেশ লংঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

১০। **অপরাধের বিচার, আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা এবং অ-জামিনযোগ্যতা।**—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই বিধিমালার অধীন অপরাধসমূহ, ক্ষেত্রমত, দ্রুত বিচার আদালত, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

১১। **আপীল।**—এই বিধিমালার অধীন কোন আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন রায় বা আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি উক্ত রায় বা আদেশ প্রদত্ত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন উপযুক্ত আদালতে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, রায়ের জাবেদা নকল (Certified copy) পাইতে যে সময় লাগিবে উহা উক্ত সময় হইতে বাদ যাইবে।

১২। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) এই বিধিমালায় ভিন্নতর কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালার অধীন, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের বা প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ, তদন্ত, বিচার পূর্ববর্তী কার্যক্রম, বিচার ও আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও, বিধি ১৪ ও ১৫ তে বর্ণিত অপরাধ বা উল্লিখিত আইনসমূহের অধীন অপরাধসমূহের তদন্ত ও বিচারের বিষয়ে বিশেষ বিধান থাকিলে উক্ত বিশেষ বিধান অনুযায়ী তদন্ত ও বিচার নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

১৩। **ডাক, বেতার, ইত্যাদির আটক বিষয়ে ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার, রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে বা সমাজ জীবনে অত্যাবশ্যক সরবরাহ ও সেবাকার্য নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা,—

(ক) ডাকযোগে প্রেরিত বা প্রেরণের জন্য প্রদত্ত কোন সামগ্রী বা কোন শ্রেণীর সামগ্রী আটক করিবার জন্য, উহা খুলিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য এবং উহাতে রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা জন-শৃংখলার হানিকর কিছু পাওয়া গেলে উহা অপসারণের জন্য বা উহার বিতরণ বিলম্বিত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে;

(খ) ডাক, বেতার, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স বা টেলিফোনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত বা প্রেরণের জন্য প্রদত্ত কোন বার্তা বা খবর বা কোন শ্রেণীর বার্তা বা খবর আটক করিবার বা উহার বিতরণ বা প্রেরণ বিলম্বিত বা বিঘ্নিত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

১৪। **কতিপয় অপরাধ দমনে বিশেষ বিধান।**—রাষ্ট্র বা জনসাধারণের নিরাপত্তা বা স্বার্থ রক্ষার্থে বা জন-শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার প্রয়োজনে, অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, ধ্বংসাত্মক কার্য (Sabotage), মজুদদারী (Hoarding), ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রণ, মুদ্রা ও সরকারী ষ্ট্যাম্প জালকরণ, কালোবাজারী (Blackmarketing), চোরাচালান (Smuggling), মাদকদ্রব্যসহ রাষ্ট্র বা জনগণের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্নকারী অন্যান্য গুরুতর অপরাধসমূহ দমন বিষয়ে Arms Act, 1878 (Act XI of 1878), Foreign Currency Regulation Act, 1947, Explosives Substances Act,1908 (Act VI of 1908), Special Powers Act, 1974 (Act XIV of 1974), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০নং আইন)সহ প্রচলিত বিশেষ আইনসমূহ প্রয়োগে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

১৫। **দুর্নীতির অপরাধ সম্পর্কিত বিধান।**— জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে রাষ্ট্র ও জনগণের অর্থনৈতিক জীবন, স্বার্থ ও নিরাপত্তা বিপন্নকারী দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধসমূহ দমন বিষয়ে প্রচলিত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ৭নং আইন) এর অধীন দুর্নীতি ও মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত অপরাধসমূহ কার্যকরভাবে দমন করিবার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ উক্ত অপরাধ উদঘাটন করিতে এবং অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট অপরাধীগণকে, প্রয়োজনে গ্রেফতার করিয়া, তদন্ত ও বিচারার্থে যথাযথ আইনানুগ কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পণ করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৬। **বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিয়োগ।**—(১) সরকার, জরুরী অবস্থার কার্যকরতা-কালে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় পুলিশ বাহিনীর অতিরিক্ত অন্যান্য বিভিন্ন আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও নিয়োজিত করিতে পারিবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন পুলিশ কর্মকর্তাগণের তল্লাশি ও গ্রেফতার বিষয়ে যেরূপ ক্ষমতা রহিয়াছে, উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত অন্যান্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণেরও অনুরূপ সকল ক্ষমতা থাকিবে; এবং দায়িত্বে নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য কোন ব্যক্তিকে এই বিধিমালার অধীন কিংবা প্রচলিত অন্য কোন আইনের অধীন আমলযোগ্য কোন অপরাধ করিতে দেখিলে কিংবা কোন ব্যক্তিকে অনুরূপ কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া যুক্তিসংগতভাবে সন্দেহ করিলে উক্ত ব্যক্তিকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং আবশ্যক অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন তল্লাশিকার্য পরিচালনা করিবার ক্ষেত্রে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন বিধানাবলী যথারীতি অনুসরণ করিবে।

১৭। **উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশদানের ক্ষমতা।**—জরুরি-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে সরকার, প্রয়োজনে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরকারী মালিকানাধীন ভূমি, ভবন, রাস্তা, নৌপথ, সড়কপথ, উন্মুক্তস্থান, খেলার মাঠ, শিল্প-কারখানা বা অন্য কোন স্থাপনা বা অন্য কোন স্থাবর-সম্পত্তিতে জবরদখলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে উচ্ছেদ করিবার নিমিত্তে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮। **গুরুতর অপরাধের দ্রুত বিচার সম্পর্কিত বিধান।**—(১) জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে বিধি ১৪ এবং ১৫তে উল্লিখিত কোন অপরাধ বা উক্ত বিধিসমূহে উল্লিখিত আইনের অধীন কোন অপরাধ সরকারের নিকট গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইলে, সরকার, উক্ত অপরাধ সম্পর্কিত কোন মামলা বিচারাধীন থাকার যে কোন পর্যায়ে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮নং আইন) এর ধারা ৬ এর বিধানমতে দায়রা আদালত, বিশেষ আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবার পর উহার পরবর্তী বিচার কার্যক্রম যথারীতি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২৮ নং আইন) এর বিধানাবলী অনুসরণে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

১৯। **এই বিধিমালার অধীন অপরাধের বিচার সম্পর্কিত বিধান।**—জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে এই বিধিমালার অধীন অনধিক পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধসমূহের তদন্ত, বিচার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ দ্রুত বিচার আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১১নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী এমনভাবে পরিচালিত হইবে, যেন উক্ত অপরাধসমূহ উক্ত আইনের ধারা ২(খ) এ বর্ণিত আইন-শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ যাহা উক্ত আইনেরই ধারা ৯ এর বিধানমতে কেবলমাত্র দ্রুত বিচার আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য।

২০। **আদেশ কার্যকরকরণে বলপ্রয়োগ।**—এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ কার্যকর করিবার প্রয়োজনে যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা নিয়োজিত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে কোন সদস্য, বল প্রয়োগসহ, প্রয়োজনীয় যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২১। **নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কিত বিধান।**—জরুরী-অবস্থা ঘোষণার কার্যকরতা-কালে কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ করিতে পারেন বলিয়া সন্তুষ্ট হইবার বা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে Special Powers Act, 1974 (Act XIV of 1974) এর অধীন নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রয়োগ করা যাইবে।

২২। **আদেশের কার্যকরতা-কাল।**—এই বিধিমালার অধীন জারিকৃত বা প্রদত্ত কোন সাধারণ বা বিশেষ আদেশ, উক্ত আদেশে কার্যকরতা-কাল সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে, জরুরী-অবস্থার কার্যকরতা-কালে কার্যকর থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল করিম
সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।